International Conference on Skills for the Future World of Work and TVET for Global Competitiveness উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১২ শ্রাবণ ১৪২৪, ২৭ জুলাই ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি
সহকর্মীবৃন্দ,
বিদেশি অতিথিবৃন্দ,
আইডিইবি'র সদস্য প্রকৌশলী ভাই ও বোনেরা,
উপস্থিত সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

আইডিইবি ও আন্তঃদেশীয় রাষ্ট্রীয় সংস্থা কলম্বো প্ল্যান স্টাফ কলেজ (সিপিএসসি), ম্যানিলা এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "**International Conference on Skills for the Future World of Work and TVET for Global Competitiveness**" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি '৭৫- এর ১৫ই আগস্টের কালরাতে শাহাদাৎবরণকারী সকল শহিদদের। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

কনফারেন্সের মূল থিম ও সাব-থিমে যুগোপযোগী বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করায় আমি আয়োজক সংস্থা আইডিইবি ও সিপিএসসিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিস্কার ও বহুমাত্রিক কল্যাণে বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনমানে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আসছে। জীবনঘনিষ্ট প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পায়েছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দ্রুত পরিবর্তন এসেছে। ফলে প্রতিটি দেশে অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ব কর্মজগতে কর্মীর স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। দক্ষতাই বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন ও কাজের নিশ্চয়তা দিচ্ছে। তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র্য হ্রাস এবং মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই এখন বিশ্বের অন্যতম মূল লক্ষ্য।

মানুষের কল্যাণে প্রযুক্তির গণমূখী ব্যবহার জীবনমানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। মানুষের গড় আয়ু বুদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে আবার উন্নত দেশসমুহে ক্রমেই কর্মক্ষম জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বাড়ছে নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা। ঐ সকল দেশ জনমিতির সুবিধাজনক অবস্থানের দেশসমূহের কর্মক্ষম জনশক্তির উপর ক্রমেই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের ৪৯ শতাংশ মানুষের বয়স ২৪ বছর বা তার নিচে। আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

বর্তমানে বৈশ্বিক জনমিতির সর্বোচ্চ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। আমাদের সরকার এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগাতে তৎপর। ইতোমধ্যেই মানবসম্পদ তৈরির বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। দক্ষ ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনই সরকারের মূল উদ্দেশ্য।

বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালেই বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনকে বলেছিলেন কারিগরি শিক্ষাই হবে আমাদের অগ্রাধিকারের অগ্রাধিকার পরিকল্পনা।

আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় মোট শিক্ষর্থীর হার ছিল মাত্র শতকরা ১.৮ ভাগ। সরকারের নানাবিধ পরিকল্পনায় তা এখন শতকরা ১৪ ভাগে উন্নীত হয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ২০২০ সালে মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ২০ ভাগ, ২০৩০ সালে ৩০ ভাগ এবং ২০৪০ সালে ৫০ ভাগে উন্নীত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছে। আমরা জাপান, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, মালয়েশিয়াসহ উন্নত দেশের মতই কারিগরি শিক্ষাকে যুগোপযোগী শিক্ষায় রূপান্তর করতে সচেষ্ট রয়েছি।

সুধিমন্ডলী,

আমি বিশ্বাস করি, দেশের জনসংখ্যা বোঝা নয়। ১৬ কোটি মানুষ আমাদের এক অমূল্য সম্পদ। দক্ষ মানবসম্পদের চেয়ে কোন সম্পদই বড় নয়। আমরা জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য বিজ্ঞান এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। সরকারি উদ্যোগে দেশে ৩টি মহিলা পলিটেকটিক ইনস্টিটিউটসহ ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং বেসরকারি পর্যায়ে সরকার অনুমোদিত ৪৬৭টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পরিচালনা করছে।

সরকারি প্রতিটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় শিফট চালু রয়েছে। অবশিষ্ট ২৩টি জেলায় আমরা বিশ্বমানের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। বিভাগীয় শহরে আরও ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হবে। এছাড়া প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি করে মহিলা কারিগরি স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা হবে। ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে দক্ষ মাবসম্পদ সৃষ্টির কার্যক্রম চালু আছে।

প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০০টি উপজেলায় কাজ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশে ৭০টি সরকারি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) চালু আছে। এছাড়া প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে সরকারি টিটিসি স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্ব কর্মব্যবস্থায় শতকরা ৯৩/৯৪ ভাগ কর্মীই নিম্ন পর্যায় থেকে মধ্যম স্তরের। তাই পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় উন্নয়ন, উৎপাদন ও সমৃদ্ধির জন্য এই স্তরের জনশক্তি তৈরিতে মনোনিবেশ করতে হবে। তা করতে হলে আমাদের টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং বা TVET- কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

সুধিবৃন্দ,

দক্ষ জনশক্তিই একটি দেশ ও জাতির সামষ্টিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে সক্ষম। জ্ঞানভিত্তিক দক্ষতা ও প্রায়োগিক দক্ষতার সমন্বয়ে মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষাকে ঢেলে সাজাতে হবে। TVET- এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই কারিগরী শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে মূল ধারার শিক্ষায় সম্পৃক্ত করতে হবে।

এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যগুলোর অন্যতম হ'ল: কর্মজগতের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্পন্ন জাতীয় শ্রেণিবদ্ধ কর্মী সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিষয়ে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ও গবেষণায় জ্ঞান আদান প্রদানে TVET নেটওয়ার্ক স্থাপন। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট গবেষক, অনুশীলনকারী, শিক্ষাবিদ, উদ্যোক্তা ও নীতিনির্ধারকদের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে এই সম্মেলন একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। আইডিইবি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগকে যৌথভাবে উদ্যোগী হয়ে এই প্ল্যাটফর্ম গঠনে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্বাস করি, প্রস্তাবিত প্ল্যাটফর্ম বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক কর্মবাজারে আসন্ন নীতি ও নতুন প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিবৃন্দ,

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশ। আগাম বন্যায় এবারে হাওর অঞ্চলের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বর্তমানে উজানের ঢলের পানিতে বাংলাদেশের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত এবং জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে। পাহাড় ধসে ব্যাপক জানমালের ক্ষতি হয়েছে। আমাদের সরকারের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় এসব দুর্যোগ সফলভাবে মোকাবিলা করতে পেরেছি এবং করে যাচ্ছি। আপনাদের দক্ষতা, কর্মনিষ্ঠা ও সততার উপর নির্ভর করছে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। কাজের সঠিক মান নিয়ন্ত্রণে আপনারা কোনভাবেই আপোস করবেন না।

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে মানুষের কল্যাণ ও বাসযোগ্য শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আমাদের সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সম্মেলনে আগত বিশেষজ্ঞ অতিথিবৃন্দের প্রয়াস ফলপ্রসূ ও সার্থক হবে বলে আমি আশা করছি।

সুধিমন্ডলী,

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো অনুযায়ী বাস্তবায়নাধীন ৬টি স্তরে দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির উপর জোর সুপারিশ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রশাসনের সর্বস্তরে আইসিটি ব্যবহার

নিশ্চিত করা এবং জনগণকে এক বিন্দুতে সেবা Single Point Service নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা (Strategic Action Plan) প্রণয়ন করা জরুরি।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ অনুযায়ী জনশক্তির দক্ষতা মান নিশ্চিতকরণের জন্য বিদ্যমান কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক-কে সার্বজনীন জনশক্তি কাঠামো বাংলাদেশ কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক- এ রূপান্তর করতে হবে।

সুধিবৃন্দ,

জনশক্তি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গবেষণা কার্যক্রমে সক্ষমতা অর্জনের জন্য আমাদের আরও জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতে গ্র্যাজুয়েটগণ অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতার তাৎক্ষণিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারবে। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাকে অবশ্যই স্থানীয় ও বৈশ্বিক শ্রমবাজারের দক্ষতা ও চাহিদা মোতাবেক পেশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে পরিচালনা করা প্রয়োজন। প্রয়োজন স্থানীয় ও বৈশ্বিক শ্রমবাজারের চাহিদা নিরূপণের জন্য শ্রমশক্তির চাহিদা সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ বা (Forecasting)। সকল প্রকার সেবাকে এক বিন্দুতে সেবা নিশ্চিত করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রশাসনিক কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত করা প্রয়োজন।

আমি আশা করি, ২৫-২৬ জুলাই ২০১৭ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ২ দিনের রিজিওনাল কনফারেন্স এবং আজ থেকে শুরু হওয়া ৩ দিনের এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একটি যুগান্তকারী কর্মপরিকল্পনা বেরিয়ে আসবে। যা শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের উন্ননশীল ও উন্নত দেশের মানুষের কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে। বিগত সাড়ে ৮ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ‘রোল মডেল’। ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

আসুন, সবাই মিলে একটি অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। প্রতিষ্ঠা করি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

…